অনলাইন প্রস্তুতিমূলক শ্রেণি কার্যক্রম-৬

নবম-দশম শ্রেণি

বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

দ্বাদশ অধ্যায় (অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি)

অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহ

- **মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) :**

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদে মোট শ্রম ও মূলধন ব্যবহার করে যে পরিমাণ চুড়ান্ত বস্তুগত দ্রব্য ও অবস্তুগত দ্রব্য উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্যকে সে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বলা হয়।

[অবস্তুগত দ্রব্য যার উপযোগ ও বিনিময়মূল্য আছে অর্থনীতির ভাষায় তাকে বলা সেবা। যেমন, শিক্ষকের পাঠদান, নার্সের সেবা, বিজ্ঞানীর উদ্ভাবন।]

- জাতীয় উৎপাদন একটি স্থূল ধারণা। একটি দেশের নাগরিক দেশে বা বিদেশে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন সকলের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা মোট জাতীয় উৎপাদনের অংশ। কিন্তু দেশের যদি কোনো বিদেশির দ্বারা উৎপাদন এর আওতাভূক্ত নয়।

[ব্যক্তিগত ভোগব্যয়, ব্যক্তিগত দেশীয় বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয়, রেমিট্যান্স, নীট রপ্তানি (আমদানি ও রপ্তানির পার্থক্য কে নীট রপ্তানি বলে) এসবই জাতীয় উৎপাদনে ধরা হয়।]

- মোট জাতীয় উৎপাদনে নাগরিকের দ্বারা চুড়ান্ত দ্রব্য ও সেবাকে হিসাব করা হয়।

[উৎপাদনের যে অংশ ভোক্তা ভোগ করে তাই চুড়ান্ত দ্রব্য যেমন, তুলা বালিশ, লেপ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়, সুতা থেকে উৎপাদিত কাপড় পোশাক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। তাহলে লেপ, বালিশ, পোশাক এই সবই চুড়ান্ত দ্রব্য]

- **মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) :**

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম ও মূলধন ব্যবহার করে যে পরিমাণ চুড়ান্ত বস্তুগত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্যকে সে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন বলা হয়।

- এক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশি নাগরিক কর্তৃক উৎপাদনকে হিসাব করা হয় কিন্তু বিদেশে অবস্থানরত নাগরিকের আয় বাদ দেওয়া হয়। কারণ জিডিপি তে ভৌগলিক সীমানা মূখ্য বিষয়।
- এইটি প্রাক্কলিত (estimated) ধারণা। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণে জিডিপিকে হিসাব করা হয়।
- তিন পদ্ধতিতে জিডিপি পরিমাপ করা যায়:-
  ১. উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার হিসাব
  [এই পদ্ধতিতে চুড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিটি দ্রব্য ও সেবার পরিমাণকে তার বাজার দাম দিয়ে গুণ করে সমষ্টি নির্ণয় করা হয়]
  ২. উৎপাদনের উপকরণের আয়ের হিসাব
  [উৎপাদনের প্রতিটি উপকরণের আয় রয়েছে। যেমন, ভূমি/প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য খাজনা, শ্রমের জন্য মজুরি/বেতন, মূলধনের জন্য সুদ, সংগঠনের জন্য মুনাফা হলো আয়। প্রতিটি উপকরণের আয়ের সমষ্টি হলো জিডিপি বা জাতীয় আয়]

৩. সমাজের মোট ব্যায়ের হিসাব

[কোনো দেশের মোট আয় দুইভাবে ব্যয় হতে পারে- (১) দ্রব্য ও সেবার ভোগের জন্য (২) পরবর্তী উৎপাদনে ব্যবহারের অর্থাৎ বিনিয়োগের জন্য। ব্যয়কারী হলো– জনগণ, সরকার ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি ব্যয়কারীর ভোগব্যায় ও বিনিয়োগ ব্যায়ের সমষ্টি নির্ণয় করে জিডিপি/মোট জাতীয় আয় নির্ণয় করা যায়।]

জিডিপি পরিমাপের তিনটি পদ্ধতির ফলাফল সমান হওয়ার কথা কিন্তু মোট উৎপাদনের সাথে মোট আয় ও মোট ব্যয়ের সমতা নাও থাকতে পারে। কারণ উৎপাদনের উপকরণের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য উৎপাদনের কিছু অংশ পৃথক রাখা হয়। আয়ের হিসাবের ক্ষেত্রে তা অন্তর্ভূক্ত করা হয় না। তাই উৎপাদনের আর্থিক মূল্য (জাতীয় উৎপাদন) এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় (খাজনা, মজুরি, সুদ, মুনাফা) বা জাতীয় আয় এক নয়। আলোচনার সুবিধার্থে জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয় ধারণা দুইটিকে সমার্থক বলে ধরা হয়।

- **নীট জাতীয় উৎপাদন (NNP) :**

মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে মূলধনী দ্রব্যের ব্যবহারজনিত (অবচয়জনিত) ব্যয় বাদ দিলে তাকে বলা হয় নীট জাতীয় উৎপাদন।

মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে মুলধনী দ্রব্য যেমন, বাড়িঘর, কলকব্জা, কারখানা ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতির জন্য প্রতিবছর কিছু অর্থ ব্যয় হয়। মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে এই ব্যয় বাদ দেওয়া হয়। একে নীট জাতীয় উৎপাদন বলে।

- **মাথাপিছু জাতীয় আয় (Per Capita Income) :**

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের নাগরিকের গড় জাতীয় আয়কে বলা হয় মাথাপিছু আয়। কোনো বছরের মোট জাতীয় আয়কে মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু জাতীয় আয় বা মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয় দ্বারা একটি দেশ অর্থনৈতিক অবস্থার কোন্ পর্যায়ে আছে সে সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তাই এগুলোকে অর্থনৈতিক নির্দেশক বলা হয়। কিন্তু একটি দেশের মানুষ প্রকৃত বিচারে কেমন আছে তা এই তিনটি নির্দেশক থেকে যাচাই করা সম্ভব না। উচ্চ মাথাপিছু আয় জনগণের উন্নত জীবন মান নির্ধারণ করে বটে কিন্তু মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে যদি দ্রব্যের মূল্যস্তর ব্যাপকভাবে বাড়ে তবে প্রকৃতপক্ষে জীবনযাত্রার মানে কোনো পরিবর্তন আসে না। মাথাপিছু আয় থেকে এ ধারণা পাওয়া সম্ভব না যে সমাজে আয় বৈষম্য আছে কি-না, থাকলে তার ব্যাপকতা কেমন। যদি মুষ্ঠিমেয় নাগরিকের হাতে অনেক সম্পদ থাকে তাহলেও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায় কিন্তু তা সমাজের সার্বিক আয় বৃদ্ধি নয়। এজন্য বর্তমানে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হিসাবের সাথে সাথে একটি দেশের মানব উন্নয়ন সূচকের বিভিন্ন নির্ধারক যেমন- সামাজিক অসমতা, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার, গড় আয়ু, শিশুশ্রমের হার, বেকারত্বের হার, দারিদ্র্যের হার, জেন্ডার সমতা, আয় বৈষমম্যের হার, পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন ইত্যাদির তথ্য জানার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আসলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির সুফল সমাজের সকলের মাঝে সুষমভাবে বণ্টন করার উদ্দেশ্যে বর্তমানের কল্যাণকামী রাষ্ট্র কাজ করছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা এসব কাজে রাষ্টকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে থাকে।